আগামীর পৃথিবী হবে প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবর্তনমুখী।

বাংলাদেশে গত ৫ বছরে প্রযুক্তিনির্ভর কাজের সংখ্যা বেড়েছে অনেক, তবে সে তুলনায় প্রযুক্তিনির্ভর কর্মীর সংখ্যা খুব কম। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর তরুণদের নাম লেখাতে হচ্ছে শিক্ষিত বেকারের তালিকায়। বর্তমান ও ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কারিগরি দক্ষতাই বড় ভূমিকা রাখবে। মনে রাখতে হবে, শুধু সচেতনতার অভাবে আমরা আমাদের আশপাশে থাকা সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারি না। একটি কথা নিশ্চিত করে বলতে চাই, যার কারিগরি দক্ষতা আছে, তাকে বেকারত্ব স্পর্শ করতে পারে না।

আগামীর পৃথিবী হবে প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবর্তনমুখী। তবে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের প্রভাবে এই পরিবর্তন যে এত দ্রুত হবে, তা একেবারেই অনুমেয় ছিল না।ইতিমধ্যে আমরা বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছি। যেমন অনলাইন ক্লাস, ক্লাউড বেজড লার্নিং, অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি এবং পরীক্ষা, হোম বা ভার্চ্যুয়াল অফিস, অনলাইন মিটিং, লাইভ স্ট্রিমিং, অনলাইন সাক্ষাৎকার, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং, রোবটিকস, ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ব্লকচেইন, বিগ-ডেটা ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সামনের দিনে সব কর্মপরিকল্পনা পরিচালিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা প্রায় নিশ্চিত করছেন এবং আমরা বাস্তবে তা গত কয়েক মাসে দেখতে পাচ্ছি। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরও বাড়বে এবং পরিবর্তিত ও উন্নত হবে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তারাই এগিয়ে থাকবে, যারা প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত বা এই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত।

শিক্ষার মান বাড়াতে বাজেট বরাদ্দ যেমনি বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি এ বাজেট যেন সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো দক্ষ জনবল কাঠামো গড়ে তোলা। সরকারের উচিত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে আগ্রহী করে তোলা। না হলে বাজেট যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন তা কোন কাজে আসবে না।

সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা হলেও বিভন্ন কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আগামীর পৃথিবী হবে প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবর্তনমুখী। তাই দেশকে সাজাতে হলে এবং পৃথিবীর সাথে টিকে থাকতে হলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়ে করতে সময় উপযোগী। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে যে পরিমাণ দক্ষ জনবল প্রয়োজন তা আমরা সৃষ্টি করতে পারছি না; তাই এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা। আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, হাতেকলমে বাস্তবধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবন পরিবর্তন ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো। আর এ কারিগরি শিক্ষা ২০৪১ সালের উন্নত রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যেতে পারে।